

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরজাহান আহমেদ

রোলঃ 23100121151

30 মে, 2026 ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নুরজাহান আহমেদ

রোলঃ 23100121151

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নুরজাহান আহমেদ, আইডিঃ 23100121151 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম: মাওঃ শারীফাত কারীম

ডিপার্টমেন্ট: এরাবিক ডিপার্টমেন্ট

প্রতিষ্ঠান: ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা
– আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nurjahan Ahmed
(স্বাক্ষর)

নুরজাহান আহমেদ

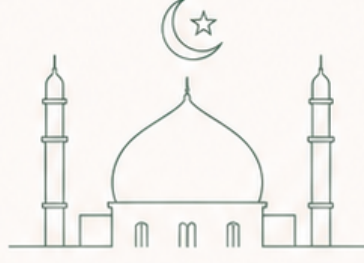
তারিখঃ

30 মে, 2026 ইং

আইডিঃ 23100121151

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।



মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও ফজিলত



ইসলামি গবেষণামূলক প্রবন্ধ

সূচিপত্র

01	ভূমিকা	05
02	মসজিদের পরিচয়	06
03	মসজিদের ইতিহাস	07
04	কুরআনের আলোকে মসজিদের গুরুত্ব	09
05	হাদিসের আলোকে মসজিদের ফজিলত	12
06	মসজিদে গমনের ফজিলত	15
07	আদর্শ সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা	21
08	মসজিদে ভিত্তিক সমস্যা ও সমাধান	25
09	উপসংহার	30





ভূমিকা



মুসলমানদের সমাজের একটি অপরিহার্য ইমারত ও প্রতিষ্ঠান হলো মসজিদ। এটি মুসলমানদের সম্মিলিতভাবে নামাজ আদায়ের স্থান, দীন শেখার স্থান এবং মুসলমানদের সব ধরনের সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র। মসজিদ ছাড়া মুসলিম সমাজ কল্পনা করা যায় না। কোনো অঞ্চলে মসজিদ থাকার অর্থ হলো সেখানে মুসলমানদের অস্তিত্ব আছে। মসজিদকে আদর্শ ইসলামী সমাজের হৃৎপিণ্ডও বলা যায়। আল্লাহ তায়ালার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় স্থান মসজিদ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ
أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

আল্লাহর মাসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অভ্যর্থক।

(তওবা ১৮)

ইবন আব্বাস থেকে এ আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ব্যক্তিই মসজিদ নির্মাণ করবে, যে আল্লাহর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করেছে, শেষ দিবসের উপর ঈমান এনেছে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা স্বীকার করে নিয়েছে। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত কায়েম করেছে, আর আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করেনি, নিশ্চয় তারাই হবে সফলকাম। কুরআনে যেখানেই আল্লাহ তা'আলা আশা করা যায় বলেছেন সেটাই অবশ্যস্বাবী। [তাবারী]



মসজিদের পরিচয়

মসজিদ শব্দের আভিধানিক অর্থ: সেজদা করার স্থান। পরবর্তীতে এ শব্দের অর্থ ব্যাপকতা লাভ করে এর অর্থ হয়, ঐ ঘর যে ঘরকে মুসলিমদের সালাত আদায় করার উদ্দেশ্যে একত্র হওয়ার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে।

আল্লামা হরকশি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, সালাতের কর্মসমূহের মধ্য হতে সেজদা আল্লাহর নৈকট্য লাভের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম হওয়াতে সালাত আদায়ের স্থানের নামকে সেজদা থেকেই নেয়া হয়েছে। এ কারণেই মসজিদকে মসজিদ مسجد বলা হয়ে থাকে।

স্থায়ীভাবে সালাত আদায়ের জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদ বলে। শরীয়তের দৃষ্টিতে মসজিদের মূল অর্থ হল, ভূ-খণ্ডের এক টুকরো জায়গা যেখানে আল্লাহর জন্য সেজদা করা হয়।

কারণ, জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّ مَسَاجِدٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، فَلْيَصِلْ

আমার জন্য জমিনকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে। আমার উম্মতের কোন ব্যক্তিকে যেখানেই সালাত পেয়ে থাকে, সে যেন সেখানেই সালাত আদায় করে নেয়। এটি আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তার পূর্বে যারা নবী ছিলেন, তাদের জন্য সব স্থানে সালাত আদায় করার অনুমতি ছিল না, তাদেরকে শুধু মাত্র গির্জা ও উপাসনালয়ে সালাত আদায় করতে হত।

আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদিস দ্বারাও বিষয়টি প্রমাণিত, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,



وَأَيْنَمَا... أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ

“যেখানেই তোমাকে সালাত পেয়ে বসে, তুমি সালাত আদায় কর, এটিই মসজিদ।”
আর জামে মসজিদ শব্দের অর্থ "সমবেত হওয়ার মসজিদ"। এটি আরবি: مسجد الجمعة থেকে এসেছে।
যে মসজিদে জুমুআ'র সালাত আদায় করা হয়,
সে মসজিদকে জামে মসজিদ বলা হয়; যদিও মসজিদ ছোট
হয়। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে এ মসজিদটি মানুষকে একত্র করে।

মসজিদের ইতিহাস

ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ তিনটি। মক্কার মসজিদুল হারাম, মদীনার মসজিদে নববি ও জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা।
আবু জর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟
قَالَ: «الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى». قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ سَنَةً، وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ،
فَهُوَ مَسْجِدٌ».

"আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি দুনিয়াতে নির্মাণ করা হয়েছে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, আল-মসজিদুল হারাম। (আমি) বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল-মসজিদুল আকসা। আমি বললাম, উভয়ের মাঝে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। আর যেখানেই সালাতের সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করে নিবে, কেননা

সেটিই মসজিদ।"

(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
«الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ»

জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:
"আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একটি সালাত আদায় করা, মসজিদুল হারাম
ছাড়া অন্য যেকোনো মসজিদে এক হাজার সালাত আদায় করা হতে উত্তম। আর মসজিদুল
হারামে একটি সালাত আদায় করা অন্য যেকোনো মসজিদে এক লক্ষ সালাত আদায় করা
হতে উত্তম।"

وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلَاةٍ

অপর হাদিসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "আর বায়তুল
মুকাদ্দাসে (মসজিদুল আকসায়) একটি সালাত আদায় করা অন্য মসজিদে পাঁচশত সালাত
আদায় করার সমতুল্য।"

এই তিন মসজিদের পর ফজিলতপূর্ণ মসজিদ হলো মসজিদে কুবা। এই মসজিদে নামাজ
আদায় করলে এক ওমরাহর সমপরিমাণ সওয়াব। আল্লাহর রাসূল (সা.) নবুওয়ত লাভের পর
এটিই ইসলামের ইতিহাসে নির্মিত প্রথম মসজিদ।

কুবা একটি বিখ্যাত কূপের নাম। সময়ের পরিক্রমায় এ কূপকে কেন্দ্র করে যে জনবসতি গড়ে
উঠেছে, তাকেও কুবা বলা হতো। এরই সূত্রে মসজিদের নাম হয়ে যায় মসজিদে কুবা।

মসজিদে কুবা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম নির্মিত মসজিদ। মহানবী (সা.) মক্কা থেকে
মদিনায় হিজরত করার সময় মদিনার অদূরে কুবায় এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এর আগে
মক্কায় তিনি কোনো মসজিদ নির্মাণ করেননি। হিজরতের প্রথম দিন কুবা অবস্থানকালে এই
মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। মসজিদের নির্মাণকাজে সাহাবাদের সঙ্গে স্বয়ং রাসূল
(সা.) অংশগ্রহণ করেন।

এর পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের আভিযানের সাথে সাথে মসজিদ



আরব উপদ্বীপের সীমা ছাড়িয়ে বিস্তারলাভ করতে থাকে ও বিভিন্ন দেশে মসজিদ গড়ে ওঠে।

কুরআনের আলোকে মসজিদের গুরুত্ব

কোরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে মসজিদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও ফজিলত, মসজিদ নির্মাণকারীদের মর্যাদা বোঝা যায়। এখানে আমরা কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি। কোরআনে আল্লাহ তার নবি ও খলিল ইবরাহিমের (আ.) কাবা ও মসজিদুল হারাম নির্মাণের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যে কাজের তত্ত্বাবধান করেছেন, দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা স্বয়ং। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَ أَمْنًا وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهٖمَ مُصَلًّٰى وَ عَٰهَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَٰهٖمَ وَ إِسْمَٰعٖلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّٰعِبِينَ وَ الْعُكْفَيْنِ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং বললাম ‘তোমরা মাকামে ইবরাহিমকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর’। আর আমি ইবরাহিম ও ইসমাইলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, তোমরা আমার ঘরকে তাওয়াফকারী, ইতেকাফকারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর। (সূরা বাকারা: ১২৫)

মসজিদ নির্মাণের সময় ইবরাহিম ও ইসমাইলের (আ.) দোয়ার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন

وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَٰعٖلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ۖ وَ مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَ آَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَ تَبَّ
عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلٰ

يُهِمُّ أَيْتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবার ভিতগুলো ওঠাচ্ছিল এবং বলছিল, হে আমাদের রব, আমাদের পক্ষ থেকে কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। হে আমাদের রব, আমাদেরকে আপনার অনুগত করুন এবং আমাদের বংশধরের মধ্য থেকে আপনার অনুগত জাতি বানান। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদাতের বিধি-বিধান দেখিয়ে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে তাদের থেকে একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদের প্রতি আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে আর তাদেরকে পবিত্র করবে। নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা: ২৭-২৯) সূরা হজে নবি ইবরাহিমকে (আ.) মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নির্দেশ দেওয়ার কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ إِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكْعِ السُّجُودِ

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহিমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকু-সিজদা ও দাঁড়িয়ে নামাজ আদায়কারীদের জন্য সূরা তাওবায় আল্লাহ সুবাহানাছ ওয়াতাতাআলা মসজিদকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে মসজিদ নির্মাণ ও আবাদকারীদের নেক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন,



إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

একমাত্র তারাই আল্লাহর মসজিদসমূহ আবাদ করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ইমান রাখে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা বাকারা: ১৮)

সূরা তাওবায় মসজিদে কুবা নির্মাণ ও আবাদকারীদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ رَبِّهِ رِجَالٌ مُّحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

যে মসজিদ প্রথম দিন থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর, তোমার নামাজে দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন। (সূরা তাওবা: ১০৮)

সূরা নুরে আল্লাহ সুবাহানাছ ওয়াতাতালা মসজিদকে মর্যাদায় সমুন্নত করার ও মসজিদে তার নাম স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মসজিদে ইবাদতকারীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ۖ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

যেসব গৃহকে মর্যাদায় সমুন্নত করতে এবং তাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন ব্যক্তিরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ

থেকে, নামাজ কায়েম ও জাকাত প্রদান থেকে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। (সূরা নুর: ৩৬, ৩৭)
মসজিদ শুধু আল্লাহর জন্য উল্লেখ করে মসজিদে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করতে নিষেধ করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

নিশ্চয় মসজিদগুলো শুধু আল্লাহর জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ডেকো না। (সূরা জিন: ১৮)

মসজিদ নির্মাণে বাধা দেওয়াকে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও বড় অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

"আর তার চেয়ে অধিক জালেম (অত্যাচারী) কে, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করা থেকে বাধা প্রদান করে এবং তা বিরান (জনশূন্য বা ধ্বংস) করতে চেষ্টা করে?" (সূরা আল-বাকারাহ: ১১৪)

এ আয়াতগুলো থেকে আমরা ইসলামে মসজিদের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বুঝতে পারি

হাদিসের আলোকে মসজিদের ফজিলত

হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হতে মসজিদ আবাকারী ও মসজিদে গমনকারীদের জন্য বিভিন্ন ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে,

إِنِّي لَأَهْلُ الْأَرْضِ عَذَابًا ، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَى عُمَارِ بَيْوتِي ، وَإِلَى الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ ، وَإِلَى الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ، صَرَفْتُ عَنْهُمْ الْعَذَابَ

হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা

বলেন: "যখন আমি পৃথিবীবাসীকে শান্তি দেওয়ার ইচ্ছা করি, অতঃপর মসজিদের আবাদকারী, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর মহব্বতকারী এবং শেষ রাতে ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের (এস্তেগফারকারী) দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন তাদের উসিলায় আমি শান্তি তুলে নিই।(১) তাবারানী

الْمَسْجِدُ بَيْتٌ كُلُّ تَقِيٍّ، وَتَكْفَلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ، وَالْحُجُوزِ عَلَى الصِّرَاطِ
إِلَى رِضْوَانِ اللَّهِ إِلَى الْجَنَّةِ

হযরত আবুদারদা ও সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন: "মসজিদ হলো প্রত্যেক মুত্তাকির (পরহেজগার) ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ হয় (অর্থাৎ যার মন মসজিদে পড়ে থাকে), আল্লাহ তাআলা তার জন্য আরাম, রহমত এবং পুলসিরাতের রাস্তা পার হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভের জিম্মাদার বা ওয়াদাবদ্ধ হন।"(২)

রেফারেন্স: আল-মুজামুল কাবীর (তাবারানী), হাদিস নং: ৫৫১৮; শুআবুল ঈমান (বায়হাকী)

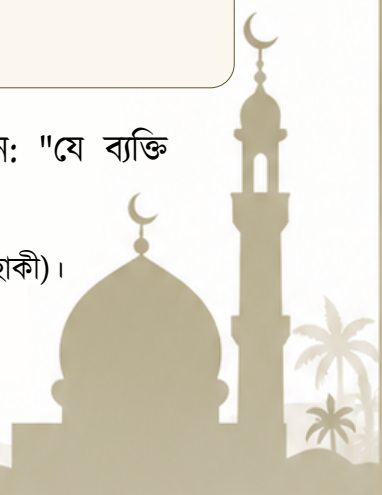
إِنَّ بُيُوتَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ، وَإِنَّ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ مَنْ زَارَهُ فِيهَا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন: "মসজিদসমূহ হলো পৃথিবীতে আল্লাহর ঘর। আর ঘরে আগমনকারী মেহমানকে সম্মান করা গৃহকর্তার দায়িত্ব।"(৩)

مَنْ أَحَبَّ الْمَسْجِدَ أَحَبَّهُ اللَّهُ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি মসজিদকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাআলাও তাকে ভালোবাসেন।"(৪)

রেফারেন্স: আল-মুজামুল আওসাত (তাবারানী), হাদিস নং: ৪৬৯২; শুআবুল ঈমান (বায়হাকী)।



بَشِيرُ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) এবং বুরাইদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন: "অন্ধকারের মধ্যে (ফজর ও এশায়) মসজিদে যাতায়াতকারীদের কেয়ামতের দিনের পূর্ণাঙ্গ নূরের (আলোর) সুসংবাদ দাও।"(৫)

রেফারেন্স: সুনানে আবু দাউদ (হাদিস: ৫৬১), সুনানে তিরমিজি (হাদিস: ২২৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (হাদিস: ৭৮০), এবং মিশকাতুল মাসাবিহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হলো মসজিদ এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় জায়গা হলো বাজার।(৬)

সহীহ মুসলিম।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ

তোমরা যখন কোনো মানুষকে নিয়মিত মসজিদে যাতায়াত করতে দেখবে, তখন তার ঈমানের সাক্ষ্য দিও। কারণ আল্লাহ নিজেই বলেছেন, যারা আল্লাহ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস রাখে, তারাই মূলত আল্লাহর মসজিদ আবাদ করে।(৭)

সুনানে তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ



রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিনটি আমল গুনাহ দূর করে দেয় এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়—
কষ্টের সময় (যেমন তীব্র শীতে) ভালো করে ওষু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি হেঁটে
যাওয়া এবং এক নামাজ শেষ করে পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। (৮)
সহীহ মুসলিম।

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشَى

নামাজের জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সওয়াব বা পুরস্কার পাবে সেই ব্যক্তি, যে
সবচেয়ে বেশি দূর থেকে হেঁটে মসজিদে আসে। (৯)
সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম।

মসজিদে গমনের ফজিলত

মসজিদে গমনের অনেক ফজিলত রয়েছে, সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য পায়ে হেঁটে জামাতের
নামাজে যাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল এবং ফজিলতের বিষয়। বিভিন্ন বর্ণনার ভাষা ও
উপস্থাপন থেকে বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। ফলে পায়ে হেঁটে জামাতের নামাজে শরিক
হওয়ার বিষয়টি আলাদা গুরুত্বের রাখে। এক হাদিসে নামাজের দিকে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি
কদমকে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা বলেছেন।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হজরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ইরশাদ করেন ‘নামাজের দিকে হেঁটে যাওয়া প্রতিটি কদম তোমার জন্য সদকা।’ (১) সহীহ
মুসলিম : ১০০৯

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে মেহমানদারীর সরঞ্জাম তৈরি করেন। সে সকালে বা সন্ধ্যায় যতোবার যায় ততোবারই। (২)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ
مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضَى فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خُطْوَاتُهُ إِحْدَاهَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ
دَرَجَةً". (صحيح مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের গৃহ থেকে পাক-পবিত্রতা অর্জন করে (অর্থাৎ অযু ও প্রয়োজনে গোসল সেরে) আল্লাহর গৃহের মধ্য থেকে কোনো একটি গৃহের দিকে যায়, আল্লাহর ফরযের মধ্য থেকে কোনো একটি ফরয আদায় করার উদ্দেশ্যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং অন্য পদক্ষেপটি তার একটি মর্যাদা বুলন্দ করে। (৩)

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ
فَأَبْعَدُهُمْ مَشَى، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ
يَنَامُ". (صحيح البخاري وصحيح مسلم)

হযরত আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিঃসন্দেহে নামাযের জন্য সবচেয়ে বেশী প্রতিদান পাবে সেই ব্যক্তি যে, সবচেয়ে বেশী দূর থেকে হেঁটে নামাযে আসে। তারপর যে ব্যক্তি আরো বেশী দূর থেকে আসে সে আরো বেশী প্রতিদান পাবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে তার চাইতে প্রতিদান পাবে, যে একাকী নামায পড়ে নেয়, তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। (৪)

عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "بَشِيرُ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى
الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ النَّامِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (سنن أبي داود وسنن الترمذی)

হযরত বুরাইদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন। তিনি বলেছেন: অন্ধকারে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে আগমনকারীকে কিয়ামতের পরিপূর্ণ আলোর সুখবর দাও। (৫)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ". قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ". (صحيح مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন : আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় জানানো না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ খতম করে দেন এবং মর্যাদাবৃদ্ধি করেন? সাহাবাগণ বললেন : হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন : তা হচ্ছে কঠিন অবস্থায় পুরোপুরি ওযু করা, মসজিদের দিকে বেশি পদক্ষেপ গ্রহণ করা (অর্থাৎ বেশী দূর থেকে মসজিদে আসা) এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরী। এটিই হচ্ছে তোমাদের সীমান্ত প্রহরী। (৬)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ، وَتُصَلِّي - يَعْنِي عَلَيْهِ - الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ". (صحيح البخاري وصحيح مسلم)

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোনো ব্যক্তির জামায়াতের সাথে নামায তার ঘরে বা বাজারের নামাযের চাইতে পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াবের গুরুত্বপূর্ণ। আর এটা তখন হয় যখন সে ভাল করে অযু করে তারপর বের হয়ে মসজিদের দিকে চলতে থাকে, একমাত্র নামাযের জন্যই সে ঘর থেকে বের হয়। এ অবস্থায় সে যতবার পা ফেলে তার প্রতিবারের পরিবর্তে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি গুনাহ মাফ করা হয়। তারপর যখন সে নামায পড়তে থাকে, ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকে যতোক্ষণ সে নামাযের মুসল্লার ওপর থাকে এবং তার অযু না ভাঙ্গে। ফিরিশতাদের সেই দোয়ার শব্দাবলী হচ্ছে :

হে আল্লাহ! এই ব্যক্তির ওপর রহমত নাযিল করো। হে আল্লাহ! এর ওপর রহম করো। আর যতোক্ষণ সে নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে সে নামাযের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হতে থাকে। (৭)

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته: »
« إحداهما تحط خطيئة، والأخرى ترفع درجة »

যে ব্যক্তি স্বীয় ঘরে পবিত্রতা অর্জন করল, তারপর সে আল্লাহর ঘরসমূহ হতে কোন ঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল, যাতে আল্লাহর ফরযসমূহ হতে কোন ফরযকে আদায় করে, তখন তার প্রতিটি কদমসমেহ একটির কারণে তার গুনাহসমূহ মাপ হবে এবং অপরটির কারণে মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

ইমাম কুরতবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লামা দাউদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি তার গুনাহ থাকে, তাহলে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করা।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ،



حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهَذِيلِ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَرُ، عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ
بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لَابْنِ
السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صَحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলঃ যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মাসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসা ফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে।

জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব লাভ :

মসজিদে বের হওয়ার অন্যতম ফযীলত হ’ল, কোন কারণে মসজিদে জামা‘আত না পেলেও জামা‘আতের ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوئَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلًّا وَعَزًّا مِثْلَ أَجْرِ مَنْ
-صَلَّاهَا وَحَضَرَ هَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا-

যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করল তারপর মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখল লোকজন ছালাত শেষ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য ছালাতে উপস্থিত ব্যক্তিদের সমান ছওয়াব লিখে দেবেন। অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না’।

আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা

আদর্শ ও মানবিক সমাজ গঠনে মসজিদের ভূমিকা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ, তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা আমরা রাসূলের সা. যুগের মসজিদে নববি থেকে পাই। সকল প্রকার ধর্মীয়, মানবিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এই মসজিদ থেকে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মাধ্যমে অগ্নিগহ্বরের কিনারায় অবস্থিত একটি জাতিকে রাসূল সা. সোনার মানুষে পরিণত করেছেন।

একত্ববাদের চেতনা তৈরি:

মসজিদ তাওহিদের প্রতীক। মসজিদে রাসূলের তরিকায় এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়। মসজিদের ইমাম-খতিব যদি বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেম হন এবং ওই সমাজ যদি মসজিদ দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে মুসল্লিদের ভেতর থেকে আপনাআপনি শিরিক বা বহুত্ববাদী চেতনা দূর হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ সা. জুমআর বয়ানে, সাধারণ আলোচনায়, ব্যক্তিগত নসিহতে বারবার শিরিকের ব্যাপারে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করতেন। যার ফলে এক সময়ের মূর্তিপূজারী মানুষগুলো শিরিক বর্জন করে তাওহিদের রশিকে শক্ত করে আকড়ে ধরে।

ভ্রাতৃত্ববোধ:

ইসলাম যে কয়টি বিধানের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে, তারমধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মুসলমানদের পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপন। রসুলুল্লাহ সা. বলেছেন, প্রকৃত মুসলমান সে, যার হাত এবং মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। [বুখারী ও মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সুসম্পর্ক তৈরিতে জোরালো ভূমিকা রাখে। মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় মানুষেরা পাঁচ



ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করে। নামাযের কাতারে ইসলাম ধনী-গরিব, আমীর-ফকিরের কোনো বৈষম্য রাখেনি। ফলে প্রতিটি মানুষ তার পেশা, বংশ ও অর্থনৈতিক তারতম্য পেছনে ফেলে নামাযের কাতারে এক ও অভিন্ন মর্যাদার মানুষে পরিণত হয়। এতে সুদৃঢ় হয় পারস্পরিক সম্পর্ক এবং নির্মূল হয় উঁচুনিচুর ভেদাভেদ। তাছাড়া নিয়মিত জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রত্যেকে তার মুসলমান ভাইয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে। অসুস্থতা অথবা অন্য কোনো বিপদে কেউ নামাযে অনুপস্থিত থাকলে বাকিরা সহজেই তার খোঁজখবর এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আবার সালাতের মাধ্যমে প্রতিদিন দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ায় সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। এভাবে মসজিদভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও ভালোবাসায় একটি জাতিকে একই সুতোয় গাথা একটি তসবিহতে পরিণত করে।

নেতৃত্ব ও আনুগত্যের অনুশীলন:

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যিনি নামাযের ইমাম তিনি সমাজেরও ইমাম। একজন ইমাম যখন মসজিদ পারিচালনা করেন, সালাতের নেতৃত্ব দেন, মুসল্লিদের নাসিহাহ করেন, তার মধ্যে সামাজিক নেতৃত্বের স্বতঃস্ফূর্ত যোগ্যতা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমাজের জন্য তিনি প্রোডাক্টিভ নেতায় পনিণত হন। আবার মুসল্লিবৃন্দ, যারা নামাযে ইমামের হুবহু অনুসরণ করেন, তাদের মধ্যে নেতাকে মান্য করার মানসিকতা এবং আনুগত্যের বোধ জাগ্রত হয়। ফলে সেই সমাজের মানুষেরা, মসজিদভিত্তিক জীবনব্যবস্থা অনুশীলনের কারণে, সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হয়।

জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র:

রাসূলের যুগের মসজিদে নববি ছিল কুরআন ও হাদীস চর্চার দরসগাহ। আসহাবে সুফফার কথা আমরা জানি। একদল দরিদ্র সাহাবি, ইলমচর্চার জন্য তারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাদের কোনো পেশা ছিল না। মসজিদে নববিতে পড়ে থাকতেন। কোনো খাবার হাদিয়া এলে খেতেন না এলে উপোস থাকতেন। তারা রাসূলের



সা. মুখনিঃসৃত হাদীস সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। এছাড়া রাসূল সা. যখনই সুযোগ পেতেন, মসজিদে এসে সাহাবিদেরকে কুরআন ও হাদীস শেখাতেন।

মসজিদ যেন ইলমচর্চার মারকায হয়ে ওঠে, এ ব্যাপারে রাসূল সা. সাহাবিদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি মসজিদে ইলমচর্চার সুসংবাদ প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো সম্প্রদায় যখন আল্লাহর ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তেলাওয়াত ও পরস্পরে জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর শান্তি নাযিল হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখেন; মহান আল্লাহ উপস্থিত ফেরেশতাদের কাছে জ্ঞানচর্চাকারীদের কথা আলোচনা করেন। [মুসলিম]

মসজিদভিত্তিক মক্তব আমাদের সোনালি অতীত। মক্তব বাদ দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। অথচ অত্যন্ত সুকৌশলে এই অপূর্ব কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। মসজিদভিত্তিক দীনি জ্ঞানচর্চার ধারা জারি থাকলে মানুষেরা খুব সহজেই ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে পারে। আর কোনো সমাজে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানবান মানুষেরা সংখ্যা যত বাড়ে, সেই সমাজ ততবেশি অপরাধ, দুর্নীতি, হত্যা, অশ্লীলতা, ধর্ষণ, যৌতুক ও মাদকমুক্ত সোনার সমাজে পরিণত হয়। অতীতের মক্তবভিত্তিক কুরআনিক শিক্ষাব্যবস্থা তার পরীক্ষিত উদাহরণ। এছাড়া মসজিদভিত্তিক পাঠাগারের সংস্কৃতি চালু থাকলে মুসল্লিরা নামাযের পাশাপাশি কুরআন হাদীসসহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সমৃদ্ধ হতে পারে। যে সমাজে মসজিদভিত্তিক জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি যত জোরালো হবে, সেই সমাজ ততবেশি মানবিক, সুস্থ ও আদর্শ সমাজে রূপান্তরিত হবে।

পারিবারিক সংকট নিরসন:

রাসূল সা. সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন পরিবার-ব্যবস্থাকে। পারিবার রিলেটেড যত হাদীস আছে, অন্য কোনো বিষয়ে সম্ভবত এত হাদীস বর্ণিত হয়নি। কারণ—পরিবার হলো সভ্যতার সূতিকাগার। পরিবার ধ্বংস হলে সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূল



সা. মসজিদে বসে সাহাবিদের পারিবারিক সমস্যার সমাধান দিতেন। কখনো স্বামী-স্ত্রীকে উপস্থিত করে কাউন্সেলিং করতেন। একটি আদর্শ মসজিদের বৈশিষ্ট্য এটাও যে, সেখানে পারিবারিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। কর্তৃপক্ষের উচিত—মসজিদে এমন ব্যবস্থা রাখা, যেন সমস্যাগ্রস্ত মানুষেরা সহজেই তাদের সমাধান পেয়ে যায়।

পরামর্শগৃহ:

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ পরামর্শ সভার জন্য ব্যবহৃত হতো। হদ, জিহাদ, চুক্তি, কূটনৈতিক সম্পর্ক, পররাষ্ট্রনীতি সহ সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো মসজিদে নববিতে, পরামর্শের ভিত্তিতে। সেই অর্থে মসজিদে নববি ছিল পরামর্শগৃহও। রাসূলের সা. পর খোলাফায়ে রাশেদার যুগেও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত মসজিদে নববিতে নেয়া হতো। একটি সুস্থ ও মানবিক সমাজ গড়ার ক্ষেত্রে মসজিদভিত্তিক পরামর্শসভার বিকল্প নেই। পরামর্শের জন্য মসজিদের বরকত তো আছেই, পাশাপাশি দায়িত্বশীলরা যখন পরামর্শ করতে মসজিদে একত্রিত হন, তখন কাজটার প্রতি তাদের গুরুত্ব বেড়ে যায় ও সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয়।

মসজিদকেন্দ্রীক আইন ও বিচারব্যবস্থা:

নামাযের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদ সালিশ-বিচারের জন্যও ব্যবহৃত হতো। নববি যুগ, খোলাফায়ে রাশেদার যুগ সহ ইসলামের সোনাঁলি দিনের মুসলিম সমাজের বিচার ব্যবস্থা ছিল মসজিদকেন্দ্রীক। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে রাসূল সা. সমাজ থেকে সকল প্রকার অপরাধের মূলোৎপাটন করেছিলেন। এখনো কোনো সমাজে যদি মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থার সংস্কৃতি চালু থাকে, তবে সেই সমাজ নববি আমলের সুফল পেতে পারে। মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষ্য, ঘুষ খেয়ে বিচারক কর্তৃক নিরপরাধকে ফাঁসিয়ে দেয়ার মতো জঘন্য পাপ ও অন্যায় চালু আছে দুনিয়া জুড়ে। যার কারণে মানুষ



ইনসাফ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মসজিদভিত্তিক বিচারব্যবস্থা চালু থাকলে এই অপকর্ম রোধ করা সম্ভব। কারণ, মসজিদের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ভীতি নেই, এমন মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। মসজিদে দাঁড়িয়ে ভুল বিচার বা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে গেলে যে কেউই দশবার ভাববে। অতএব মসজিদকেন্দ্রীক বিচারব্যবস্থা চালু হলে আখেরে জনগণেরই কল্যাণ হবে এবং এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে ইনসাফ।

মসজিদের অর্থনৈতিক ভূমিকা:

সমাজ পরিবর্তনের জন্য মসজিদগুলোকে ধর্মীয় দায়িত্বের পাশাপাশি অর্থনীতির ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখতে হবে। মানুষের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনার ভাগিদার হতে হবে মসজিদ কর্তৃপক্ষকে। রাসূল সা. যুদ্ধলব্ধ গনিমতের মালামাল বণ্টন করতেন মসজিদে প্রাপ্ত। আবার যাকাতের মাল গ্রহণ ও বিতরণ করতেন মসজিদে নববির ভেতর। মসজিদে শিক্ষাদান অথবা নাসিহাহ করার সময় কখনো রাসূলের সা. কাছে খাদ্যদ্রব্য হাদিয়া এলে রাসূল সা. মসজিদে বসে সেই খাদ্যদ্রব্য সাহাবিদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। মসজিদে কোনো ক্ষুধার্ত আগন্তুক এলে রাসূল সা. তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন অথবা কোনো সাহাবির বাড়িতে পাঠাতেন। জনগণের প্রতি যে মসজিদের এবং মসজিদ কর্তৃপক্ষের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও আছে, তার প্রমাণ আমরা এসব ঘটনা থেকে পাই।

মসজিদ ভিত্তিক সমস্যা সমাধান

■ সমস্যা-১ আমাদের দেশের মসজিদগুলোতে দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ছাড়া আর কোন সামাজিক প্রোগ্রাম, শিক্ষা প্রোগ্রাম, গ্রামীণ সালিশ কেন্দ্র, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজ সেবার কেন্দ্রবিন্দু কিছুই নেই।

সমাধান: রাসূলুল্লাহ স., খোলাফায়ে রাশেদিনের শাসনকাল ইসলামের সোনালি



যুগে মসজিদকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতো এবং সামাজিক সালিস ও ন্যায় বিচার ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার সমাধা হতো। সামাজিক বিচার-আচার, বিবাহ-শাদি, দারিদ্র্য বিমোচন, যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম মসজিদকে ঘিরেই অনুষ্ঠিত হতো। রাষ্ট্রীয় ফরমান, সামাজিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও সতর্কবার্তা, এমনকি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণাও মসজিদের মিম্বার থেকে ঘোষিত হতো। বিধায় গ্রাম ও সমাজ উন্নয়নে মসজিদগুলোকে ইসলামের সোনালী যুগের মসজিদের ভূমিকায় পরিচালনা করা।

■ সমস্যা-২ অধিকাংশ মসজিদের সভাপতি কালো টাকার মালিক এবং মহাজনি সুদখোর ও ঘুষখোর ইত্যাদি। ৯৫ শতাংশ মসজিদ কমিটির সদস্যরা নামাজেই আসেনা, তাদের নামাজের ইমামতি করা এবং জুমার খোতবা দেওয়ারও কোন যোগ্যতা নেই। ফলে মসজিদের খতিব, ইমামগণ সুদ, ঘুষ, দুর্নীতির বিপক্ষে স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারে না।

সমাধান: কারা মসজিদ পরিচালনা করতে পারবেন, তাদের যোগ্যতা কী হবে, তা ইসলাম নির্ধারন করে দিয়েছে। কাজেই সে নীতিমালার আলোকে মসজিদ কমিটি গঠন করতে হবে। মসজিদ পরিচালনা কমিটির সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ،
فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

তরাই তো আল্লাহর মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও আখিরাতে, আর সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায় তারা হবে হেদায়েতপাণ্ডদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা আত-তাওবা, ৯ : ১৮] কাজেই এ যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকেই কমিটিতে রাখা।

■ সমস্যা-৩বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিনদের হ্যান্ডসাম স্যালারি, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়না।



উচ্চশিক্ষিত, ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন খতিব ও ইমাম নিয়োগ হয়না ফলে মসজিদকেন্দ্রীক সমাজ উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

সমাধান:মসজিদে খতিব, ইমাম, মুয়াজ্জিনদের নিয়োগে উচ্চশিক্ষিত, ভালো যোগ্যতা সম্পন্ন খতিব ও ইমাম নিয়োগ দিতে হবে এবং তাদের হ্যান্ডসাম স্যুটারি, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে মসজিদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।

■ সমস্যা-৪ নামাজে মসজিদের খতিবকে যে অর্থে ইমাম বা নেতা বানিয়ে তার আনুগত্য করা হয়। ঠিক একই অর্থে সমাজ ব্যবস্থায় ইমামের নেই কোনো নেতৃত্ব। নেই কোনো সামাজিক মর্যাদা ও দায়বদ্ধতা।

সমাধান:ইমামের নেতৃত্ব শুধু মসজিদের নামাজ পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। বরং সকল মসজিদ ভিত্তিক সামাজিক কার্যক্রম, সালিস ও বিচারের নেতৃত্ব, বিবাহ-শাদি, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সালাত আদায়ের পাশাপাশি রাসূলের সা. মসজিদে যেসব কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হতো, আমরা আমাদের মসজিদকেন্দ্রীক সেসব কর্মসূচী যদি বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে নিম্নলিখিত কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে:

১। মসজিদ-ভিত্তিক দীনি শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা:পুরুষের পাশাপাশি নারীদের জন্য পৃথক সালাত আদায় ও দীনি শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা। যেখানে থাকবে শিশুদের জন্য প্লে-গ্রাউন্ড, যেন তারা মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মসজিদের একপাশে অমুসলিমদের কর্নার থাকবে; যেন তারা স্বপ্রণোদিত হয়ে খুতবা শ্রবণসহ ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারে।

২। উচ্চতর ইসলামী গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা:জ্যেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারদের তত্ত্বাবধানে নবীন মেধাবী আলেমদেরকে দুই-তিন বছরের কোর্সের মাধ্যমে



যুগচ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যোগ্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মসজিদভিত্তিক গবেষণাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। এই কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দীনি বিষয়ে গবেষণা করা হবে। এই কেন্দ্রে সরাসরি বিজ্ঞ আলেম ও প্রশিক্ষিত মুফতীগণের সঙ্গে সাক্ষাত করে দীনি সমস্যার সমাধান জানা যাবে।

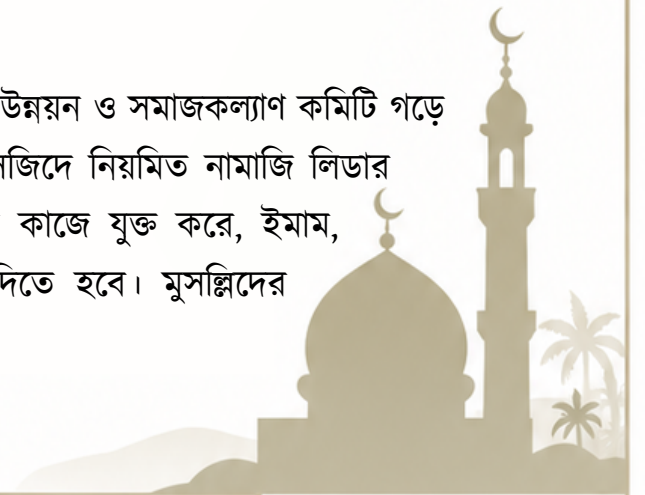
৩। বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা: মসজিদভিত্তিক চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে গরিব-অসহায় রোগীদেরকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা-সহায়তা প্রদান করা। ক্ষেত্রবিশেষ ওষুধ ও উন্নত চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৪। ফ্যামিলি কাউন্সেলিং বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা: দাম্পত্য-কলহ নিরসনকল্পে ও পারিবারিক ব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই বিভাগ কাজ করবে। সমাজতত্ত্ববিদ ও বিজ্ঞ আলেমদের মাধ্যমে বিবাহেচ্ছু ও বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৫। পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা: সর্বসাধারণকে দীনি ও উপকারী বই-পুস্তক পড়তে উৎসাহিত করার জন্যে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বৃহৎ পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করা।

৬। শিশু-কিশোরদের জন্য ইসলামী সংস্কৃতিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা: শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের জন্য সুস্থ বিনোদনচর্চা অপরিহার্য। অথচ আজকাল শিশুরা অনেকটাই অবহেলিত। শিশু-কিশোরদের সুস্থ সংস্কৃতিচর্চা এই কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য। এখান থেকে সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি ইসলামের মৌলিক আকীদা ও বিধানাবলি শিক্ষাদান করা।

৭। মসজিদকে কেন্দ্র করে মহল্লা/গ্রামভিত্তিক সামাজিক উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণ কমিটি গড়ে তোলা। এলাকার সকল মুসল্লিদেরকে সদস্য করা। মসজিদে নিয়মিত নামাজি লিডার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। অপেক্ষাকৃত তরুণদেরকে কাজে যুক্ত করে, ইমাম, খতিব এবং শিক্ষিত জনশক্তি ও তরুণদের নেতৃত্ব দিতে হবে। মুসল্লিদের



যাকাত, দান ও এককালীন অনুদানই এর একমাত্র আয়ের উৎস। এলাকার যেসব বিত্তবান মানুষ শহরে-বন্দরে ভালো চাকরি করে, বিদেশে থাকে তাদের কাছ থেকে কালেকশন করা। তাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা।

৮। ঈদ, দুর্যোগকালীন ও শীতকালে মহল্লার ধনী মুসল্লিদের উৎসাহিত করে, বিধবা, বৃদ্ধ ব্যক্তি ও দরিদ্র মুসল্লিদের পাশে দাঁড়ানো। খাদ্য ও পোশাক বিতরণ করা। আয় রোজগারের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রোগ্রাম গ্রহণ করা। যাকাত ও সাদাকাহ ফান্ড এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ করা।

৯। মহল্লায় যারা কুরবানি দেয় তাদের থেকে গোশত সংগ্রহ করে, যারা কুরবানী দিতে পারেনি, তাদের তালিকা তৈরি করে ইমাম সাহেবের নেতৃত্বে তাদের বাসায় গোশত পৌঁছে দেওয়া।

১০। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সাদাকা তহবিল থেকে কুড়াল, কোদাল, দাঁড়িপাল্লা ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ক্রয় করে রাখা। যার যখন প্রয়োজন হবে ইমাম সাহেবের কাছে নাম ও ফেরত দেওয়ার সময় লিখে নিয়ে যাবে। কাজ শেষে যথাযথভাবে পৌঁছে দেবে।

১১। কর্জে হাসানার প্রতি উৎসাহিত করে কর্জে হাসানাহ ফান্ড গঠন করা। আপদকালীন সময়ের জন্য উক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করতে হবে।

১২। প্রতিটি মসজিদে মক্তব চালু করা। যেখানে মক্তব চালু আছে সেখানে পাঠাগার শিক্ষা কেন্দ্র ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু করতে হবে। কুরআন ও হাদিস প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করা।



১৩। বিয়ে-শাদি মসজিদে করার জন্য উৎসাহিত করা। মানুষকে মসজিদমুখী করার জন্য উৎসাহিত করা। নিয়মিত নামাজ পড়লে শিশুদের উৎসাহ দিতে পুরস্কার প্রদান করা। এক্ষেত্রে অবশ্যই মসজিদের শিষ্টাচার রক্ষা করতে হবে এবং ইসলামী আদর্শ ও নীতিমানের আলোকে মসজিদ পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।

উপসংহার

মসজিদ হচ্ছে দ্বীনের দুর্গ। ইসলামি সভ্যতার নিদর্শন। মসজিদ হচ্ছে মুসলিমদের পারস্পারিক মেলবন্ধনের সূতিকাগার। মসজিদ মুসলিম সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাসূল সা. ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পরিচালক। সেই অর্থে মসজিদ আমাদের জন্য রাসূলের সা. রেখে যাওয়া আমানত। এই আমানতের সুরক্ষা এবং এর সঠিক ব্যবহার আমাদের ওপর ফরজ দায়িত্ব। মুজাহিদিনরা যখনই কোনো অঞ্চল বিজয় করেছেন, সবার আগে বানিয়েছেন মসজিদ।

বস্তুত মসজিদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন আত্মিক প্রশান্তি লাভ, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও ঈমান-আমল উন্নত করার এক পবিত্র ও বরকতময় উপায়। মসজিদকে কেন্দ্র করে একটি সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা সম্ভব। দরকার সামাজিক উদ্যোগের।

মসজিদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাসূল সা. একটা পৃথিবীর পট পরিবর্তন করেছিলেন। সুতরাং মুমিনের কর্তব্য, মসজিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং একে জ্ঞান ও আলো, হেদায়েত ও সফলতার কেন্দ্র মনে করা। পতেনুখ এই মুসলিম জাতিকে রক্ষা করতে মসজিদভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের কোনো বিকল্প নেই।

